রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ৩৫৬-আইন/২০২৫।—যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিবাসী কর্মীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ; এবং

যেহেতু অভিবাসী কর্মীদের পাশাপাশি প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতি, কল্যাণ, অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণসহ তাহাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং অর্জিত জ্ঞান দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাইবার জন্য একটি সুসংগঠিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই কর্মকাঠামো প্রয়োজন; এবং

যেহেতু বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩০(১) এ অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণের (reintegration) লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ এর ধারা ৮(৩) ও ধারা ৯(খ) এ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুরক্ষা, পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সহায়তা প্রদানের আইনগত বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে;

সেহেতু প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের স্বীকৃতি, কল্যাণ, সুরক্ষা এবং আর্থ-সামাজিকভাবে পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতি প্রণয়ন করা হইল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই নীতি প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী পুনঃএকত্রীকরণ নীতি, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই নীতিতে,—

(ক) "পরিবার" অর্থ স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, নির্ভরশীল পুত্র-কন্যা এবং সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন;

(খ) "পুনঃএকত্রীকরণ (reintegration)" অর্থ এমন একটি প্রক্রিয়া যাহার মাধ্যমে আগ্রহী প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের প্রয়োজন বা চাহিদার ভিত্তিতে তাহাদিগকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারায় পুনরায় সংযুক্ত রাখিয়া বা করিয়া তাহাদের জীবনমানের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; এবং

(গ) "প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী" অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক ও অভিবাসী কর্মী, যিনি বিদেশস্থ কর্মস্থল হইতে, ছুটিতে বা অবকাশ যাপনের জন্য সাময়িকভাবে অবস্থানের উদ্দেশ্য ব্যতীত, দেশে ফেরত আসিয়া বসবাস করেন অথবা বিদেশে নূতনভাবে কোনো কর্মে যোগদানের উদ্দেশ্যে পুনঃগমনের পূর্বে বাংলাদেশে অবস্থান করেন।

৩। **কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**।—এই নীতির কৌশলগত উদ্দেশ্য নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে কর্মে নিয়োজিত হইবার সুযোগ সৃষ্টিকরণ;

(খ) আগ্রহী প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীর চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি পরামর্শ বা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হইবার সুযোগ তৈরি;

(গ) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী এবং তাহার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যগত সেবা, মনোসামাজিক সেবা ও সামাজিক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) কোনো দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা যে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে অপবাদগ্রস্ত (stigmatised), নির্যাতিত (abused), লাঞ্ছিত (harassed) এবং ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীকে সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরণ; এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের উদ্ভাবনীমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪। **অনুসরণীয় নীতি**।—প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগকল্পে প্রতিপালনযোগ্য অনুসরণীয় নীতি (guiding principle) হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) **প্রয়োজন-ভিত্তিক:** পুনঃএকত্রীকরণ সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্তে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীর স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং উক্তক্ষেত্রে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের যৌক্তিক চাহিদার ওপর লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাহার ও তাহার পরিবারের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিয়া পুনঃএকত্রীকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করিতে হইবে;

(খ) **অধিকার-ভিত্তিক:** প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের যৌক্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং সুরক্ষিতকরণ নিশ্চিত করিতে হইবে;

(গ) **জেন্ডার সংবেদনশীলতা:** প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) **অন্তর্ভুক্তিমূলক:** পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে সেবা ও সহায়তা প্রাপ্তিতে নারী-পুরুষ, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, শারীরিক বা অন্য কোনো আর্থ-সামাজিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি নির্বিশেষে সকল প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীকে বৈষম্যহীন ও সমান সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(ঙ) **টেকসই:** পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের টেকসই বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫। **বাস্তবায়ন কৌশল**।—প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শক্রমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীর চাহিদা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সহযোগিতায় ব্যুরো ও বোর্ডের সমন্বয়সাধনপূর্বক কর্মসম্পাদন করিতে হইবে;

(খ) স্থানীয় পর্যায়ে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস, জেলা বা উপজেলাস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা এতদুদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত পৃথক সেন্টার বা কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও অংশীজনদের সম্পৃক্ত করিয়া সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার সহিত সমন্বয়সাধন এবং প্রয়োজনে পরামর্শক কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে হইবে;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করিতে ও তাহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা যাইবে;

(ঙ) সরকার বা উন্নয়ন সহযোগী অথবা উভয়ের অর্থায়নে বিশেষ কার্যক্রম বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যাইবে;

(চ) প্রযোজ্য, বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) উদ্যোগে ও অর্থায়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যাইবে; এবং

(ছ) বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা) এর কাজের আওতাধীন অথবা অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক প্রেরিত কর্মীর প্রত্যাবর্তনের পর সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কর্তৃক পুনঃএকত্রীকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। **প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী নির্বাচন ও পরিষেবা প্রদান প্রক্রিয়া**।—পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী নির্বাচন ও পরিষেবা প্রদান প্রক্রিয়া হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের তথ্য সংগ্রহ এবং সমন্বিত ও বিনিময়যোগ্য (interoperable) ডাটাবেজ তৈরি ও তাহাদের চাহিদা নিরূপণ;

(খ) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনায় পরিষেবাসমূহ এবং পরিষেবা প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত সার্ভিস ম্যাপিংকরণ; এবং

(গ) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাহার পরিবারের সদস্যদের পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা ও পরিষেবা প্রদানে রেফারেল (referral) পদ্ধতি সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রস্তুতকরণ।

৭। **পুনঃএকত্রীকরণের ক্ষেত্রসমূহ**।—প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণের ক্ষেত্রসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) **সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণ:** প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সাংস্কৃতিক ও সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং, বিশেষ করিয়া, প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীগণ অভিবাসনজনিত যে সকল সামাজিক নেতিবাচক ধারণা ও মনোভাবের সম্মুখীন হন উহা চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(খ) **অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রীকরণ:** নিম্নরূপ বিষয়সমূহ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রীকরণের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(অ) **স্থানীয় ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি**: প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের স্থানীয় ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে—

(১) কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং সফট্ স্কিল প্রশিক্ষণ প্রদান;

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীর পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির জন্য যথোপযুক্ত মূল্যায়নের (evaluation) ব্যবস্থাকরণ;

(৩) বেসরকারি খাতের বিভিন্ন সংগঠন, উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান (business entrepreneur) এবং বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সহিত কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সমন্বয়সাধন; এবং

(৪) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বিশেষায়িত দক্ষতা অনুযায়ী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ; এবং

(আ) **উদ্যোক্তা উন্নয়ন:** প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের উদ্যোক্তা হিসাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে—

(১) প্রয়োজনীয় সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে, এবং বিশেষত নারীদের জন্য, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং এতদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ সৃষ্টি বা রেফার করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড ও জীবিকার সুযোগ তৈরি করিবার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে পুনর্বাসন ঋণ বা আর্থিক স্কিমের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে তাহাদের নীতিমালা বা সিএসআর (CSR) অনুসরণপূর্বক প্রত্যাগত কর্মীদের ঋণ ও আর্থিক স্কিমসমূহে অভিগম্যতা সহজতর করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে; এবং

(৩) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী কর্তৃক আর্থিক বিষয়সহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহায়তার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। **চিকিৎসা সেবা ও মনোসামাজিক সুস্থতা**।—প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাহার পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সেবা ও মনোসামাজিক সুস্থতা নিশ্চিতকরণে—

(ক) বিদ্যমান স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার প্রভাব, ট্রমাসহ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত চাহিদা পূরণে চিকিৎসা সেবা ও মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(গ) ঝুঁকিপূর্ণ প্রত্যাগত কর্মী বিশেষ করিয়া নারী কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষায় সহায়তা প্রদান করিতে হইবে।

৯। **অভিযোগ প্রতিকার ও আইনি সেবা**।—প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাহার পরিবারের সদস্যদিগকে অভিযোগ প্রতিকার ও আইনি সেবা প্রদানে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে জরুরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) বিদ্যমান আইন ও নীতির আওতায় অভিযোগের প্রতিকার (grievance redress) ও ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ; এবং

(গ) আইনসহ অন্যান্য পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

১০। **বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন**।—এই নীতি বাস্তবায়নের প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, প্রভাব এবং স্থায়িত্ব মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা (action plan) তৈরি এবং উহার পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। **নীতির সংশোধন, পরিমার্জন বা স্পষ্টীকরণ**।—প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই নীতির সম্পূর্ণ বা যে কোনো অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা পরিমার্জন করিতে পারিবে এবং স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হইলে উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আয়েশা হক
যুগ্মসচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd